ক্যামেরা ফোনে পাপারাজ্জি

পান্থ রহমান রেজা

মাস কয়েক আগের কথা। দীর্ঘদিনের প্রেম শেষে প্রিন্স চার্লস ক্যামিলা পার্কারকে ঘরে তুলে নেবেন। উইন্ডসরের প্রাসাদে ধুমধামের সঙ্গে আয়োজন করা হবে বিবাহ উৎসবের। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা ৮০০। তবে আমন্ত্রিত সব অতিথিকেই প্রিন্স চার্লস একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন- ক্যামেরা নিয়ে আসা যাবে না। শুধু ক্যামেরা নয়, যারা ক্যামেরা ফোন ব্যবহার করেন তাদেরও সাধের ফোনটি রেখে আসতে হবে রিসেপশনে। ঘর পোড়া গরু চার্লস ভালো করেই জানেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা কার ক্যামেরা ফোনটি কখন যে জ্বলে ওঠে জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তা কে জানে!

ক্যামেরা ফোন হাল সময়ের ফ্যাশন হলেও ইতিমধ্যে এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়েছে। যদিও ক্যামেরা ফোন আজ আমাদের প্রতিদিনের জীবনের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এখনকার সময়ে কোনো অনুষ্ঠানই একটি স্ন্যাপ নেয়া ছাড়া সম্পন্ন হয় কিনা সন্দেহ। আর স্ন্যাপ নেয়ার কাজে একদা ক্যামেরার ব্যস্ততা থাকলেও আজ তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে ক্যামেরা ফোন। তবে শুরুর দিকে ক্যামেরা ফোনের পিকচার কোয়ালিটি তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু এখন পিকচার কোয়ালিটি আগের তুলনায় কয়েক গুণ ভালো। এ বছরে বিশ্ব জুড়ে ৪০০ মিলিয়নের কাছাকাছি ক্যামেরা ফোন বিক্রি হয়েছে। যা ডিজিটাল ক্যামেরার বিক্রির তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি।

ক্যামেরা ফোনে কোনো অসতর্ক মুহূর্তের ছবি পাচার হয়ে যাবার ভয়ে প্রিন্স অব ওয়েলস তার বিবাহ উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্যামেরা ফোন রিসেপশনে রেখে আসতে বলেছিলেন। অন্যান্য সেলিব্রেটি ব্রিটনি স্পিয়ার্স থেকে প্রিন্সেস ডায়নার এক সময়কার বন্ধু হিউইট সবাই সতর্ক ক্যামেরা ফোনের হঠাৎ কেরামতি থেকে। কেননা বর্তমানে প্রচলিত সাংবাদিকতার বিপরীতে 'ব্লগ' নামে নতুন এক ধরনের সাংবাদিকতা প্রথার উদ্ভব ঘটেছে। এবং এটি প্রচলিত সাংবাদিকতাকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব ব্লগার তাদের ক্যামেরা ফোনে সেলিব্রেটি কোনো ব্যক্তির অন্তরঙ্গ কিংবা বিশেষ মুহূর্তের ছবি তুলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারে দুনিয়া জুড়ে। আর এভাবেই ক্যামেরা ফোন হয়ে উঠছে পাপারাজ্জির একটা অংশ। এটা খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। পিআর কনসালটেন্ট মার্ক বোকোস্কি বলেন, এটা একটা আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে ছবি নেয়া যেমন সহজ তেমনি বিশ্বব্যাপী তা ছড়িয়ে দেয়া জটিল কিছু নয়। তাই বেকহাম কিংবা টম ক্রুজ, হ্যালি বেরি কিংবা কুর্নিকোভা, কেউ একজনের ছবি সাধারণ কোনো লোক তার ক্যামেরায় ধারণ করে ট্যাবলয়েড পত্রিকায় 'স্ক্যান্ডাল' নামে ছাপিয়ে দিতে পারে।

কোনো কোনো অবস্থার সংবাদের তাৎক্ষণিক প্রকৃতি দেখে সাধারণ যে কেউ পাপারাজ্জি বলে যেতে পারে। এজন্য লন্ডনের আইভি এবং ক্যাপরিচ রেস্তোরাঁ ক্যামেরা ফোন নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেউ যদি কৌশলে ছবি নেয়ার চেষ্টা করে এবং তা যদি ধরা পড়ে কর্তৃপক্ষের কাছে, তবে ক্যামেরা ফোনটিকে তাৎক্ষণিকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাছাড়া কোনো জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই তাকে রেস্তোরাঁ থেকে বিদায় নিতে হবে।

ব্রডকাস্টার, নিউজপেপার এবং সেলিব্রেটি ম্যাগাজিনগুলোও ক্যামেরা ফোনে পাপারাজ্জির বিষয়টিতে বেশ আস্কারা দিচ্ছে। হেট (Heat) ম্যাগাজিন প্রতি সপ্তাহে একটা পাতা বরাদ্দ রাখছে 'ইউ হ্যাভ বিন স্ন্যাপ' নামে। এখানে ম্যাগাজিন পাঠকরা ছবি পাঠান। পাঠকদের পাঠানো ছবিগুলোর মধ্যে থেকে তিনটি সেরা ছবি নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক সেরা ছবির পাঠককে ২০০ পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে ম্যাগাজিনটি ৮০টির মতো ছবি পেয়ে থাকে।

এদিকে যুক্তরাজ্যের ডিজিটাল ফটোগ্রাফি সফটওয়্যার এবং নেটওয়ার্ক কোম্পানি পিক্সেলজি নামে নতুন একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে যা দিয়ে জনগণ ছবি তুলে তা হাই স্ট্রিট চেইন স্টোরে ট্রান্সমিট করে প্রিন্ট করতে পারবে। প্রাত্যহিক জীবনে সকল কাজের কাজি ক্যামেরা ফোন যে কারো কারো জীবনের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠছে তার কী হবে; এ প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

মুঠোফোনে বন্দি লন্ডনের বোমা হামলা

লন্ডনে বিগত বোমা হামলার পর অধিকাংশ টিভি নিউজে তাৎক্ষণিকভাবে যা প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই ছিল মুঠোফোনে ধারণ করা। বিষয়টি এতোই অতর্কিত ছিল যে, ঘটনার কোনো সচিত্র প্রতিবেদন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সাবওয়ে ট্রেন এবং ডাবল ডেকার বাসের যাত্রীরা বোমা হামলার পরই মোবাইল ক্যামেরায় তুলে আনে ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র। বোমা হামলার পর দেখা যায় ভয়ার্ত মানুষের ছুটোছুটি এবং মোবাইল ফোনের জ্বলে ওঠা ফ্লাশ। পরে এই ছবিগুলো ব্লগাররা আপলোড করে তাদের ওয়েবসাইটে, প্রচারিত হয় টিভি চ্যানেলে, প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে।

মোবাইল ফোনের সঙ্গে ক্যামেরা। দুই মিলে স্মার্ট ফোন। সঙ্গে যদি থাকে জিপিআরএস কিংবা থ্রিজি প্রযুক্তি তবে ম্যার্তেই প্রিয়জনকে পাঠিয়ে দিতে পারেন প্রিয় কোনো ম্যার্ত। অনেকেই বিষয়টিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করলেও লন্ডন বোমা হামলার পর মুঠোফোন প্রযুক্তির এই শুভ দিকটি উন্মোচিত করেছে।

বিষয়টিকে কমার্শিয়াল রূপ দিতে এগিয়ে আসছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। চলতি পথে এমন যেকোনো ঘটন-অঘটন ছবি কিংবা ভিডিও আকারে রেকর্ড করে রাখার পরামর্শ দিয়েছে লন্ডনের একটি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। বিষয়টির গুi"ত্ব অনুসারে তারা তাদের ওয়েবসাইটের www.allnewvideo.co.uk নিউজ প্রোগ্রামে এটি সরাসরি প্রচার করবে।